

১। প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল কোনটি?

- (ক) গৌড়
- (খ) বরেন্দ্র
- (গ) বঙ্গ
- (ঘ) পুণ্ড্র*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রাচীন যুগে বাংলা কোন একক ও অখন্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না।
- বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল।
- বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে জনপদ বলা হত।
- প্রাচীন বাংলার যে জনপদগুলোর নাম জানা যায় সেগুলোর মধ্যে পুণ্ড্র ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ। এর রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।
- বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২। বর্তমান চট্টগ্রাম প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

- (ক) সমতট
- (খ) হরিকেল*
- (গ) চন্দ্রদ্বীপ
- (ঘ) তাম্রলিপ্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রাচীন যুগে বাংলা বিভিন্ন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে জনপদ বলা হয়।
- সপ্তম শতকে হরিকেল নামে একটি জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায়।
- ধারণা করা হয় বর্তমান সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই জনপদ বিস্তৃত ছিল।
- অর্থাৎ হরিকেলের অবস্থান ছিল বাংলার পূর্ব প্রান্তে।
- অন্যদিকে, সমতটের অবস্থান ছিল বর্তমান কুমিল্লায় এবং চন্দ্রদ্বীপ নামক ক্ষুদ্র জনপদের অবস্থান ছিল বর্তমান বরিশালে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৩। কোন জনপদ দন্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল?

- (ক) তাম্রলিপ্ত*
- (খ) হরিকেল
- (গ) সমতট
- (ঘ) চন্দ্রদ্বীপ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক ছিল তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র।
- তাম্রলিপ্ত জনপদের অবস্থান ছিল হরিকেলের দক্ষিণে।
- সপ্তম শতক থেকে এটি দন্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৪। শশাঙ্ক কোন প্রাচীন জনপদের রাজা ছিলেন?

- (ক) পুণ্ড্র
- (খ) বঙ্গ
- (গ) সমতট
- (ঘ) গৌড়*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ষষ্ঠ শতকে পূর্ব বাংলার উত্তর অংশে গৌড় নামে স্বাধীন রাজ্যের কথা জানা যায়।
- সপ্তম শতকে শশাঙ্ককে গৌড়রাজ বলা হতো।
- এ সময় গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।
- বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল এর অবস্থান।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৫। প্রাচীন কালে 'নাব্য' অঞ্চলটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

- (ক) হরিকেল
- (খ) সমতট
- (গ) বঙ্গ*
- (ঘ) চন্দ্রদ্বীপ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল।
- ধারণা করা হয়, এখানে 'বঙ্গ' বলে একটি জাতি বাস করতো তাই জনপদটি বঙ্গ নামে পরিচিত হয়।
- বঙ্গ জনপদটি দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল- একটি 'বিক্রমপুর' অন্যটি 'নাব্য'।

- ধারণা করা হয়, বর্তমান ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমিক নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৬। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত কয় ভাগে বিভক্ত?

- (ক) পাঁচ
- (খ) চার*
- (গ) তিন
- (ঘ) দুই

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাঙালি জাতি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি একটি মিশ্র জাতি।
- আর্যদের আগমনের পূর্বে প্রাচীন বাংলার জনগোষ্ঠী গুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হত।
- নরগোষ্ঠীগুলো হলো- নিগ্রীয়, মঙ্গোলীয়, ককেশীয় ও অস্ট্রেলীয়।

উৎস: বাঙালি জাতি, বাংলা পিডিয়া।

৭। প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বাংলায় সবথেকে বেশি ছিল কোন জাতি?

- (ক) দ্রাবিড়
- (খ) অস্ট্রিক*
- (গ) দ্রাবিড়
- (ঘ) মঙ্গোলীয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয়।
- বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।
- প্রাচীন নরগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বাংলায় অস্ট্রিক ভাষীরাই সবচেয়ে বেশি ছিল।

উৎস: বাঙালি জাতি, বাংলা পিডিয়া।

৮। আর্য জাতি কত খ্রিস্টপূর্বাব্দে বাংলায় প্রবেশ করে?

- (ক) ৫৫০ খ্রিস্টপূর্ব
- (খ) ৪০০ খ্রিস্টপূর্ব
- (গ) ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব*
- (ঘ) ২০০ খ্রিস্টপূর্ব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আর্যজাতি খ্রিস্টপূর্ব (১২০০-১৫০০) অব্দে বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে।
- তখন বাংলা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বা উপরাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল।
- তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল বেদ।

- তাদের আদি অবস্থান ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে।

উৎস: আর্যজাতি, বাংলা পিডিয়া।

৯। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার কত সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?

- (ক) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৯ অব্দে
- (খ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে*
- (গ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে
- (ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৩ অব্দে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গ্রিক বীর আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।
- বাংলাদেশে তখন 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল।
- গ্রিক গ্রন্থকারগণ গঙ্গারিডই ছাড়াও 'প্রসিঅয়' নামে অপর এক জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

১০। বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কার শাসনামলে?

- (ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
- (খ) বিন্দুসার
- (গ) সমুদ্রগুপ্ত
- (ঘ) অশোক*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলে মৌর্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন।
- প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল মৌর্য আমলে বাংলার রাজধানী।
- মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হলেও বাংলার মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের শাসনামলে।
- উত্তর বঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ), তাম্রলিপ্ত (হুগলি) ও সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) অঞ্চলে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

১১। স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য গঠিত হয় কত শতকে?

- (ক) পঞ্চম
- (খ) ষষ্ঠ*
- (গ) সপ্তম
- (ঘ) অষ্টম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।
- গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন স্বাধীন বঙ্গরাজ্য শাসন করতেন।
- তারা 'মহারাজধিরাজ' উপধি গ্রহণ করেছিলেন।
- তাদের রাজত্বকাল ছিল (৫২৫-৬০০) খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ষষ্ঠ শতকে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

১২। শশাংকে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন কে?

- (ক) হিউয়েন সাং*
- (খ) হর্ষবর্ধন
- (গ) ফা-হিয়েন
- (ঘ) গোচন্দ্র

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড় অঞ্চল দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
- শশাঙ্ক শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন।
- হিউয়েন সাং তাঁকে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম শাসক।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

১৩। শশাংকের রাজধানী ছিল-

- (ক) পুণ্ড্রনগর
- (খ) কনৌজ
- (গ) কামরূপ
- (ঘ) কর্ণসুবর্ণ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতকে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।
- স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শশাঙ্ক (৫৯৪-৬৩৭)।
- তাঁর শাসনামলে গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।
- তিনি ছিলেন প্রাচীন অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক।

১৪। নিচের কোনটি সঠিক নয়?

- (ক) শশাংকের মৃত্যুর পর মাৎসন্যায়ের সূচনা ঘটে
- (খ) পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে মাৎসন্যায়ের অবসান হয়
- (গ) ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝিতে মাৎসন্যায়ের সূচনা ঘটে*
- (ঘ) অষ্টম শতকের মাঝামাঝিতে মাৎসন্যায়ের অবসান ঘটে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শশাঙ্ক মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে অন্ধকার যুগের সূচনা ঘটে।
- এ অরাজকতাকে ধর্ম পালের তাম্রশাসনে 'মাৎসন্যায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- শশাংকের মৃত্যুর পরে এ অরাজকার উদ্ভব ঘটে এবং পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে।
- সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'মাৎসন্যায়' বিরাজমান ছিল।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা।

১৫। 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' কার শাসনামলে সংঘটিত হয়?

- (ক) গোপাল
- (খ) ধর্মপাল*
- (গ) দ্বিতীয় মহিপাল
- (ঘ) দেবপাল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাল রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ধর্মপাল।
- বাংলা ও বিহারব্যাপী তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।
- উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এসময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। যথা: ১. বাংলার পাল, ২. রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার, ৩. দক্ষিণাঙ্গের রাষ্ট্রকূট।
- ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত।
- এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

১৬। কোন রাজার সময়ে পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে?

- (ক) ধর্মপাল
- (খ) রামপাল
- (গ) মহীপাল
- (ঘ) দেবপাল*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল (৮২১-৮১৬) সিংহাসনে বসেন।
- পিতার মত তিনিও বাংলার রাজসীমা বিস্তারে সফল হন।
- উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল, উড়িষ্যা, কামরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।
- তার শাসনামলেই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

১৭। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ ছিল কোনটি?

- (ক) চন্দ্র বংশ*
- (খ) দেব বংশ
- (গ) খড়্গ বংশ
- (ঘ) বর্ম বংশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাল যুগের অধিকাংশ সময়েই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল।
- তখন এ অঞ্চলটি বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কতগুলো স্বাধীন রাজ বংশের উদ্ভব ঘটে।
- অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল চন্দ্র বংশ।
- দশম থেকে এগারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ রাজারা শাসন করেন।

১৮। বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

- (ক) হেমন্ত সেন
- (খ) সামন্ত সেন*
- (গ) বল্লাল সেন
- (ঘ) লক্ষ্মণ সেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাল বংশের পতনের পর বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের সূচনা হয়।
- তাদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণাত্যের কর্ণাটে।

- বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় সামন্ত সেন কে।
- তবে তিনি কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারায় সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা।

১৯। সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলা দীর্ঘকালব্যাপী একক রাজার অধীনে ছিল কোন শাসনামলে?

- (ক) পাল
- (খ) সেন*
- (গ) মৌর্য
- (ঘ) গুপ্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাল বংশের পতনের পর দীর্ঘস্থায়ী সেন বংশের সূচনা ঘটে।
- সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন এবং শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন।
- সেন বংশের অধীনই সর্বপ্রথম বাংলা দীর্ঘকালীনব্যাপী একক রাজার অধীনে ছিল।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২০। 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপরমিতা' চিত্রটি কার রাজত্বকালে রচিত হয়?

- (ক) ধর্মপাল
- (খ) দেবপাল
- (গ) মহীপাল
- (ঘ) রামপাল*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনে প্রাচীন বাংলার শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।
- অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপরমিতা ছিল পুথি বাংলার চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নির্দেশন যা রামপালের রাজত্বকালে রচিত হয়।
- রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনের আর একটি দৃষ্টান্ত হলো সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোমনপালের তাম্রশাসনের অপর পিঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।